দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 OCT 1990

পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

প্রাথমিক শিক্ষার একাল ও সেকাল

সৈয়দ জিনাত আলী

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট উপমহাদেশ বিভাগের পর থেকে তদানীন্তন পূর্ববাংলা অর্থাৎ বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণসাক্ষরতার ব্যবস্থার বিভিন্ন সময়ের পরিকল্পনা ও উহার বাস্তবায়নের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করলে পরিলক্ষিত হয় যে, এ দীর্ঘ ৪৩ বছরের মধ্যে গণশিক্ষা ব্যবস্থায় যতখানি অগ্রগতি হওয়া প্রয়োজন ছিল তার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়নি। তবে সাম্প্রতিককালে প্রেসিডেন্ট এরশাদের গতিশীল নেতৃত্বে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণসাক্ষরতার কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

প্রাইমারী শিক্ষা জনশিক্ষার আওতায় পড়ে। কারণ এটাই জনশিক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রাইমারী শিক্ষার প্রতি যেমন দেশ ও সরকারের আশু দৃষ্টির প্রয়োজন তদ্রুপ বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রাইমারী শিক্ষার ফল ধীরে ধীরে পাওয়া যায় কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষার ফল সাথে সাথেই কার্যকরী হয়। কোন একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে যখনই সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের বৈপ্লবিক জোয়ারের স্রোতে গণজাগরণ ও গণসচেতনতা গড়ে ওঠে তখনই সে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালীরূপে বিকাশ লাভ করে। এরূপ উন্নতমানের শিক্ষাই একটি জাতিকে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই একটি জাতিকে চালিকা শক্তিরূপে কুসংস্কার ও অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়। শিক্ষার এ বৈপ্লবিক চালিকাশক্তি একটি জাতির আগামী দিনের দিকদর্শন নির্ধারণ করে। উন্নত

দিনের দিকদর্শন নির্ধারণ করে। উন্নত শিক্ষার উপর নির্ভর করে একটি জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ। উন্নতমানের শিক্ষার পরশে একটি দেশের মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমেই জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অতীতের ইতিহাস ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সত্তর দশকে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি কিন্তু তখন দেশে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত কিছু বিদ্যালয় শহরে গড়ে উঠলেও পল্লী অঞ্চলে হ্রাস পায়। অথচ তখন পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৯৫ জন লোকের বাস এবং শহরে শতকরা ৫ জন মাত্র। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বিগত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কোনটাই বাড়েনি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণ। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত না হওয়ায় বর্তমানে এ দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা সাত কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫০ লাখ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারে পৌঁছতে পারছে না। এ ধরনের ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। ফলে জাতীয় জীবনে যে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে তার মূল কারণ অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা। বাংলা-দেশের বিভিন্ন সময়ে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে অনেক সেমিনার-সমাবেশ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। সার্বজনীন শিক্ষার সংজ্ঞা হচ্ছে-নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত প্রয়োজন জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে যে শিক্ষা দেয়া হয় তাই সার্বজনীন শিক্ষা। সার্বজনীন শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অবশ্যই মাতৃভাষার মাধ্যমে লিখতে পড়তে হবে।

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জেলা বিভাগ বোর্ডের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হতো। তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ-দেশের দরিদ্র-নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতির কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করার ফলে তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে শিক্ষকদের ভূমিকা হওয়া উচিত নিরপেক্ষ ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত, সমাজসেবক, সৎ ও আদর্শবাদী এবং নৈতিকতাবাদী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পল্লীর সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষ গঠনের ধারক বাহক ও জ্ঞানদানে পথ প্রদর্শক। শিক্ষকরাই পল্লীবাসীকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। আজও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী বিভাজন রেখে আধিপত্যবাদী শাসন ও শোষন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশের সকর নাগরিক সার্বজনীন শিক্ষা লাভের অধিকারী। স্বাধীন দেশে এমনকি অন্ধ, বোবা, বধিরদের রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষার সুযোগদান করা হয়। শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। এ পেশাকে কলুষমুক্ত না রাখলে যেমন জাতি গঠনে সার্বিক সাফলতা লাভ করা যায় না তেমনি এ পেশা কলুষিত হলে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায় এবং জাতীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় প্রচলন থাকা এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নৈতিকতাবোধের প্রতি অবমাননাকর। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যতা দেশকে অধঃপতনের দিকে ধাবিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সমাজকে গণমুখী করে তুলতে পারলেই এ দেশে সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন ব্যবস্থা সফলতা লাভ করবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো বয়সের সাথে সাথে সামর্থের সঙ্গতি বিচার সার্থক শিক্ষাবিদরা বলে থাকেন-শিশুকে থ্রি -'আর' শিক্ষা দেয়ার পর্বে থ্রি -'এ'র প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এখানে থ্রি 'আর' বলতে রিডিং, রাইটিং এন্ড এরিথমেটিক এবং থ্রি 'এ' বলতে এইজ, এবিলিটি, এপটিচিউড (বয়স, রুচি ও সার্থলকে) বুঝান হয়েছে। সমবয়সী শিশুদের মেধাশক্তি সমান থাকে না। মেধাশক্তি শিশুদের বাছাই-যাচাই করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। আইকিউ যাচাইপূর্বক শিক্ষা প্রদান না করলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন শিশুদের আশা অনুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয় না। আবার ক্ষীন মেধাসম্পন্ন শিশুরাও অস্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে গৃহ শিক্ষকের উদাসীনতার কারণে অনেক সময় শিশুর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। মূলতঃ শিশুদের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য।

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম বিস্তার ও প্রসারের লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা যুগান্তকারী ও বাস্তবসম্মত ও সময়োচিত। আগামী ১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সারাদেশে যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হচ্ছে তা শিক্ষার হার ও মান উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে। এ সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান বৈপ্লবিক পদক্ষেপে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে বিরাজিত সমস্যাগুলোর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের গড় হাজিরা কম, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, প্রশাসনিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাঝে দুর্নীতি ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানকল্পে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা সত্যই একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকার প্রদত্ত এত সাহায্য সহযোগিতা পেয়েও এক শ্রেণীর অসৎ শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে পরীক্ষার ফি চাঁদাসহ মূল্যবান সামগ্রী দাবী করে বসে। এতে গ্রাম বাংলার সহজ সরল ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা দারুণ বিপাকে পড়েন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েন। শিশুদের পরীক্ষার ভীতি থেকে রক্ষা করুন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মাঝে এ নিয়ে সরকার লিফলেট বিতরণ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোন প্রতিফলন দেখা যায়না।

শিশুদের অধিকার ও উন্নয়নকল্পে প্রেসিডেন্ট এরশাদের উদ্যোগে বাংলাদেশে অসহায় ও পথের দুঃস্থ শিশুদের জন্য পথকলি ট্রাস্ট গঠনের পদক্ষেপ একটি যুগান্তকারী ও মহৎ পদক্ষেপ বলে সর্বজন স্বীকৃত। প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক গঠিত পথকলি ট্রাস্ট ১২০০০(বার) হাজার রাস্তার পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লেখাপড়ার জন্য এ পর্যন্ত ৪৩টি পথকলি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পথকলি ট্রাস্ট যে সব অর্থ পৃথক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করছে তা দিয়ে প্রতি উপজেলায় একটি করে পথকলি স্কুল ও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় উন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে শতকরা ১৫ ভাগ অর্থ শিশুদের কল্যাণের স্বার্থে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের গতিশীল নেতত্বে বর্তমান সরকার দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ২০০০ সালের মধ্যে সরকার সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। শিশুদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারী শিশু সদনের

৭-এর কঃ দ্রঃ)